প্রথম আলো

তারিখ ১৪ DEC 2017
পৃঃ ৩ কলাম ২

ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উন্মুক্ত সংলাপ ● ছবি : প্রথম আলো

উন্মুক্ত সংলাপে বক্তারা

ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে হবে উপাচার্যকেই

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ অনুসারে উপাচার্যকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য থেকে শুরু করে সবাই এই নির্বাচনের পক্ষে রয়েছেন। সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে এই নির্বাচন দরকার।

গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ডাকসুসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে উন্মুক্ত সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। একই সময়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, তাঁরা ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার ২৭ বছরের সংস্কৃতি হতে বের হয়ে আসতে চান। তিনি বলেন, 'আমরা ডাকসু নির্বাচন করব ইনশা আল্লাহ।'

> আমরা ডাকসু নির্বাচন করব ইনশা আল্লাহ
>
> **মো. আখতারুজ্জামান**
> উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উন্মুক্ত সংলাপ

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে উন্মুক্ত সংলাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাবেক নেতারা বক্তব্য দেন। ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি (ভিপি) মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, বাংলাদেশে ৭১ ও ৯০ সালে দুটি বিজয় হয়েছে। ৯০-এর বিজয়ের পরে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রায়ণ এখনো হয়নি। শুধু কেন্দ্রে একটি নির্বাচিত সরকার করলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ জন্য দরকার দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচন দিয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বলেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ডাকসু সম্পর্কে জানেন না। তাই ডাকসু নির্বাচনের জন্য প্রথম দরকার ছাত্রসমাজের সচেতনতা। ছাত্ররা তাঁদের দাবির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল এই নির্বাচন হবে।

সংলাপে ডাকসুর দাবিতে দুই সপ্তাহ অনশনকারী তরুণ ওয়ালিদ আশরাফ বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্কুলের মতো চলছে। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র নয়। আমরা অতীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দেখেছি। কিন্তু এখন আর তা দেখা যায় না। ডাকসু না থাকাই এই নির্জীবতার পেছনে বড় কারণ।'

এ সময় সাবেক ছাত্রনেতাদের মধ্যে ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মোর্শেদ আলী, মোস্তাক হোসেন, সাবেক সদস্য বজলুর রশীদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাবেক ভিপি রাগীব আহসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সাবেক ভিপি শামসুজ্জামান প্রমুখ বক্তব্য দেন। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জি এম জিলানীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ার হোসেন।

উপাচার্য বললেন

একই সময়ে টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে 'সামাজিক মাধ্যম বনাম গণমাধ্যম' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন ছিল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এ এস এম মাকসুদ কামাল, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খায়রুজ্জামান কামাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজানুর রহমান ও সাবেক সভাপতি বোরহানুল হক। তাঁরা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু তা ছাপিয়ে মূল আলোচনা হয়ে দাঁড়ায় ডাকসু নির্বাচন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন, তা-ই গৃহীত হবে। কিন্তু কারও উসকানিতে পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে। বিগত সময়ে নষ্ট হয়েছিল।' ডাকসুর দাবিতে আন্দোলনকারীদের স্লোগানের সমালোচনা করে উপাচার্য বলেন, 'আমরা এ ধরনের হঠকারী উসকানিমূলক বক্তব্যে পড়ব না। ডাকসু নির্বাচন দিতে হবে, এটা যেমন সত্য, ২৭ বছর ধরে নির্বাচন হচ্ছে না, এটাও সত্য। এর পেছনের কারণগুলো আমরা বিশ্লেষণ করছি।'